



## 78329 - কয়োমতরে ছোট ও বড় আলামতসমূহ

### প্রশ্ন

কয়োমতরে ছোট ও বড় আলামতগুলো কী কী?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কয়োমতরে পূর্বে কয়োমতরে নকিটবর্ত্তিতার প্রমাণস্বরূপ যে আলামতগুলো প্রকাশ পাবে সেগুলোকে ছোট আলামত ও বড় আলামত এই পরভিষাতে আখ্যায়তি করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছোট আলামতগুলো কয়োমত সংঘটিতি হওয়ার অনেকে আগেই প্রকাশিত হবে। এর মধ্যে কোন কোন আলামত ইতিমধ্যেই প্রকাশ পয়ে নিঃশেষে হয়ে গেছে। কোন কোন আলামত নিঃশেষে হয়ে আবার পুনঃপ্রকাশ পাচ্ছে। কিছু আলামত প্রকাশিত হয়েছে এবং অব্যাহতভাবে প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে। আর কিছু আলামত এখনো প্রকাশ পায়নি। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংবাদ অনুযায়ী সেগুলো অচিরেই প্রকাশ পাবে।

কয়োমতরে বড় বড় আলামত:

এগুলো হচ্ছে অনেকে বড় বড় বিষয়। এগুলোর প্রকাশ পাওয়া প্রমাণ করবে যে, কয়োমত অতী নকিটে; কয়োমত সংঘটিতি হওয়ার সামান্য কিছু সময় বাকী আছে।

আর ছোট ছোট আলামত:

কয়োমতরে ছোট আলামতের সংখ্যা অনেকে। এ বিষয়ে অনেকে সহি হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে। এখানে আমরা সম্পূর্ণ হাদিস উল্লেখ না করে হাদিসগুলোর শুধু প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উল্লেখ করব। কারণ হাদিসগুলো উল্লেখ করতে গেলে উত্তরে কলবের অনেকে বড় হয়ে যাবে। যিনি আরো বেশি জানতে চান তিনি এ বিষয়ে রচনা গ্রন্থাবলী পড়তে পারেন। যমেন- শাইখ উমর সুলাইমান আল-আশকারের “আলকয়ামতুস সুগরা”, শাইখ ইউসুফ আলওয়ালে এর “আশরাতুস সাআ” ইত্যাদি।

কয়োমতরে ছোট ছোট আলামতের মধ্যে রয়েছে-

১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত লাভ।

২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু।



৩. বায়তুল মকোদ্দাস বজিয়।

৪. ফলিস্তিনিরে “আমওয়াস” নামক স্থানে প্লগে রোগ দেখা দয়ো।

৫. প্রচুর ধন-সম্পদ হওয়া এবং যাকাত খাওয়ার লোক না-থাকা।

৬. নানারকম গোলযোগ (ফতিনা) সৃষ্টি হওয়া। যমেন ইসলামেরে শুরুর দকি উসমান (রাঃ) এর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়া, জঙ্গে জামাল ও সফিফনি এর যুদ্ধ, খারজেদিরে আবরিভাব, হাররার যুদ্ধ, কুরআন আল্লাহর একটি সৃষ্টি এই মতবাদরে বহিঃপ্রকাশ ইত্যাদি।

৭. নবুয়তরে মথিযা দাবদিরদরে আত্মপ্রকাশ। যমেন- মুসাইলামাতুল কাযযাব ও আসওয়াদ আনসি।

৮. হজোযে আগুন বরে হওয়া। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি ৬৫৪হঃ তে এই আগুন প্রকাশতি হয়ছে। এটা ছিল মহাঅগ্নি। তৎকালীন ও তৎপরবর্তী আলমেগণ এই আগুনরে ববিরণ দিয়ে বিস্তারতি আলোচনা করছেন। যমেন ইমাম নববী লখিছেন- “আমাদরে জামানায় ৬৫৪হজিরতি মদনিতা আগুন বরেয়িছে। মদনিার পূর্ব পার্শ্বস্থ কংকরময় এলাকাতে প্রকাশতি হওয়া এই আগুন ছিল এক মহাঅগ্নি। সকল সরিয়িবাসী ও অন্য সকল শহররে মানুষ তাওয়াতুর সংবাদরে ভিত্তিতে তা অবহতি হয়ছে। মদনিাবাসীদরে মধ্যে এক ব্যক্তি আমাকে এ বিষয়টি নিশ্চিত করছেন, যনি নিজি সবে আগুন প্রত্যক্ষ করছেন।”

৯. আমানতদারতি না-থাকা। আমানতদারতি ক্শুণহওয়ার একটা উদাহরণ হচ্ছ- যবে ব্যক্তি যবে দায়তিব পালনরে যোগ্য নয় তাকে সবে দায়তিব প্রদান করা।

১০. ইলম উঠিয়ে নয়ো ও অজ্ঞতা বিস্তার লাভ করা। ইলম উঠিয়ে নয়ো হববে আলমেদরে মৃত্যু হওয়ার মাধ্যমে। সহহি বুখারি ও সহহি মুসলমি এরসপক্ষে হাদসি এসছে।

১১. ব্যভিচারি বড়ে যাওয়া।

১২. সুদ ছড়িয়ে পড়া।

১৩. বাদ্য যন্ত্র ব্যাপকতা পাওয়া।

১৪. মদ্যপান বড়ে যাওয়া।

১৫. বকররি রাখালরো সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করা।

১৬. কৃতদাসী কর্তৃক স্বীয় মনবিকে প্রসব করা। এই মরমে সহহি বুখারি ও সহহি মুসলমিহাদসি সাব্যস্ত হয়ছে। এই



হাদসিরে অর্থের ব্যাপারে আলমেগণেরে একাধিক অভিমত পাওয়া যায়। ইবনে হাজার য়ে অর্থটী নির্বাচন করছেন সটে হচ্ছ-  
সন্তানদেরে মাঝে পতিমাতার অবাধ্যতা ব্যাপকভাবে দেখো দেয়ো। সন্তান তার মায়েরে সাথে এমন অবমাননাকর ও  
অসম্মানজনক আচরণ করাযাএকজন মনবি তার দাসীর সাথে করে থাকে।

১৭. মানুষ হত্যা বড়ে যাওয়া।

১৮. অধিকহারে ভূমিকম্প হওয়া।

১৯. মানুষেরে আকৃতিরূপান্তর, ভূমি ধ্বস ও আকাশ থেকে পাথর পড়া।

২০. কাপড় পরহিতা সত্বেও উল্গ এমন নারীদেরে বহিঃপ্রকাশ ঘটো।

২১. মুমনিরে স্বপ্ন সত্য হওয়া।

২২. মথিয়া সাক্ষ্য দেয়ো বড়ে যাওয়া; সত্য সাক্ষ্য লোপ পাওয়া।

২৩. নারীদেরে সংখ্যা বড়ে যাওয়া।

২৪. আরব ভূখণ্ড আগরে মত ত্বভূমি ও নদনদীতে ভরে যাওয়া।

২৫. একটা স্বর্ণেরে পাহাড় থেকে ফোরাত (ইউফ্রটেসি) নদীর উৎস আবধিক্ত হওয়া।

২৬. হথিসর জীবজন্তু ও জড় পদার্থ মানুষেরে সাথে কথা বলা।

২৭. রোমানদেরে সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া এবং মুসলমানদেরে সাথে তাদেরে যুদ্ধ হওয়া।

২৮. কনস্টান্টিনোপল বজিয় হওয়া।

পক্ষান্তরে কয়ামতেরে বড় বড় আলামত হচ্ছ সগেলো যা নবী করমি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুয়াইফা বনি আসদি  
(রাঃ) এর হাদসি উল্লেখ করছেন। সযে হাদসি সব মলিয়ৈ ১০টা আলামত উল্লেখ করা হযছে: দাজ্জাল, ঈসা বনি মরয়িম  
(আঃ) এর নাযলি হওয়া, ইয়াজুজ ও মাজুজ, পূর্ববে পশ্চিমৈ ও আরব উপদ্বীপৈ তনিটা ভূমিধ্বস হওয়া, ধোঁয়া, সূর্যাস্তরে স্থান  
হতে সূর্যোদয়, বশিষে জন্তু, এমন আগুনরে বহিঃপ্রকাশ যা মানুষকে হাশররে মাঠরে দকিৈ নিয়ে যাবে। এই আলামতগুলো  
একটার পর একটা প্রকাশ হতে থাকবে। প্রথমটা প্রকাশতি হওয়ার অব্যবহতি পরই পররেটা প্রকাশ পাবে। ইমাম মুসলমি  
হুয়াইফা বনি আসদি (রাঃ) হতে বর্ণনা করনে য়ে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদরেককে কথাবার্তা  
বলতে দেখে বললনে: তোমরা কনিয়ৈ আলাপ-আলোচনা করছ? সাহাবীগণ বলল: আমরা কয়ামত নিয়ে আলোচনা করছি। তখন



তিনি বললেন: নিশ্চয় দশটি আলামত সংঘটিত হওয়ার আগে কয়ামত হবে না। তখন তিনি ধোঁয়া, দাজ্জাল, বিশিষে জন্তু, সূর্যাস্তরে স্থান হতে সূর্যোদয়, ঈসা বনি মরয়িমের অবতরণ, ইয়াজুজ-মাজুজ, পূর্ব-পশ্চিম ও আরব উপদ্বীপে তিনি ভূমি ধ্বস এবং সর্বশেষে ইয়মেনে আগুন যা মানুষকে হাশররে দকিে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে উল্লেখ করেন। এই আলামতগুলোর ধারাবাহিকতা কী হবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট সহি কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন দললিকে একত্রে মলিয়ে এগুলোর ধারাবাহিকতা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। শাইখ উছাইমীনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল কয়ামতের বড় বড় আলামতগুলো কী ধারাবাহিকভাবে আসবে?

জবাব দিতে গিয়ে তিনি বললেন: কয়ামতের আলামতগুলোর মধ্যে কোন কোনটির ধারাবাহিকতা জানা গছে; আর কোন কোনটির ধারাবাহিকতা জানা যায়নি। ধারাবাহিক আলামতগুলো হছে- ঈসা বনি মরয়িমের অবতরণ, ইয়াজুজ-মাজুজের বহিঃপ্রকাশ, দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ।

প্রথমতে দাজ্জালকে পাঠানো হবে। তারপর ঈসা বনি মরয়িম এসে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। তারপর ইয়াজুজ-মাজুজ বরে হবে। সাফফারনী (রহঃ) তাঁর রচতি আকদার গ্রন্থে এই আলামতগুলোর ধারাবাহিকতা নির্ধারণ করছেন। কিন্তু তাঁর নির্ণয়কৃত এ ধারাবাহিকতার কোন কোন অংশে প্রতি মন সায় দলিওে সবটুকু অংশে প্রতি মন সায় দিয়ে না। তাই এই আলামতগুলোর ধারাবাহিকতা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হছে- কয়ামতের বড় বড় কিছু আলামত আছে। এগুলোর কোন একটি প্রকাশ পলে জানা যাবে, কয়ামত অতি সন্নিকটে। কয়ামত হছে- অনকে বড় একটা ঘটনা। এই মহা ঘটনার নিকটবর্ততি সম্পর্কে মানুষকে আগভোগে সতর্ক করা প্রয়োজন বধিয় আল্লাহ তাআলা কয়ামতের জন্য বশে কিছু আলামত সৃষ্টি করছেন। [মাজমুউ ফাতাওয়া, খণ্ড-২, ফতোয়া নং- ১৩৭] আল্লাহই ভাল জানেন।